যুগান্তর

তারিখ 03 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

শাবিতে গত অর্থবছরের বিশেষ নিরীক্ষা শুরু

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ

নাইমুল করীম নাঈম, *শাবি প্রতিনিধি*

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিশেষ নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষা ও হিসাব দফতরের উপ-পরিচালক গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথের নেতৃত্বে দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যে শাবিতে পৌঁছেছে। প্রতিনিধি দলের অপর সদস্য হলেন জাহাঙ্গীর আলম। প্রতিনিধি দলটি রোববার পর্যন্ত ক্যাম্পাসে অবস্থান করবে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বরাদ্দ ১২ কোটি ৯৫ লাখ টাকাসহ বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাব নিরীক্ষণ করা হবে বলে প্রতিনিধি দল সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে অর্থবিষয়ক অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার অভিযোগ ওঠায় নতুনভাবে আলোচনায় এসেছে শাবি। ইউজিসি'র নির্দেশনা ছাড়াই শাবি'র জন্য বরাদ্দকৃত এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা হয় বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফরম বিক্রি থেকে আহরিত ৮৫ লাখ টাকা এবারই প্রথম মূল বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না করে আলাদাভাবে ব্যয় করা হচ্ছে, যা ইউজিসি'র নীতিমালা বহির্ভূত। পরিবহন খাতে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অত্যধিক ব্যয়ের পাশাপাশি নিয়মবহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ হয়েছে। বিভিন্ন কাজের জন্য নিয়মবহির্ভূত প্রাইম টেন্ডার দিয়ে ভুয়া ভাউচার প্রদান করা হয়।

শাবিতে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

শাবিতে : বিশেষ নিরীক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগে ক্রীড়া কর্মকর্তা মোজাহিদ হোসেন সিন্ডিকেট কর্তৃক তিরস্কৃত হন। দীর্ঘ ৯ বছর পর সমাবর্তনেও ছিল টাকার ছড়াছড়ি। ৩ লাখ টাকা দিয়ে ফোল্ডপত্র প্রকাশ করা হলেও কম্পিউটার কম্পোজ ছিল নিম্নমানের, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে। দুপুরে খাবারের জন্য ১শ' টাকা বরাদ্দ থাকলেও হালকা নাস্তা দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য অনার্স ও মাস্টার্সসহ পৃথকভাবে খাবার প্যাকেটের ভাউচার করা হলেও ১ জন শিক্ষার্থীকে ১টি মাত্র প্যাকেট দেয়া হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের ছেঁড়া, মলিন গাউন প্রদান করা হয়; ২৪ হাজার টাকায় সোফা ভাড়া করা হলেও তা নিম্নমানের ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। সমাবর্তনকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে মূল অনুষ্ঠানস্থল পর্যন্ত যে রাস্তা করা হয়েছে তাও ছিল নিম্নমানের। সংস্কার করা এ রাস্তায় ইতিমধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। বিশেষ নিরীক্ষক দল শাবিতে আসার আর্থিক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কিছু অভিযোগ তারা হাতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রতিনিধি দলের প্রধান গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে বলে তিনি জানান।